দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি

- তিতুমীর কলেজে গঠিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন
- ডাকসু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে ঢাকা কলেজ
- নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির প্রস্তুতি চলছে বিএম কলেজে

■ মাহবুবুর রহমান জুয়েল

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোতে সম্প্রতি শুরু হয়েছে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি। কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিদিনই নির্বাচনের দাবিতে মিছিল মিটিং করছে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বিভিন্ন কলেজের কর্তৃপক্ষও চিন্তা-ভবনা শুরু করেছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে। তিতুমীর কলেজে ইতিমধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্র সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশন গঠন করেছে। বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের জন্য পরিবেশ তৈরীর প্রস্তুতি চলছে। ছাত্র সংসদের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে ঢাকা কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজসহ দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কলেজগুলোর। তবে ছাত্র রাজনীতির পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কলেজগুলো। বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছেন, ডাকসুর নির্বাচন সম্পন্ন হলেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে তারা।

একটি নির্বাচিত কলেজ ছাত্র সংসদে পদাধিকার বলে প্রধান অর্থাৎ সভাপতি থাকেন কলেজ অধ্যক্ষ। শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে থাকেন ভিপি, জিএস ও এজিএস। এছাড়া বেশ কয়েকটি সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও সদস্যের পদ থাকে একটি নির্বাচিত ছাত্র সংসদে। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ হয়ে থাকে সাধারণত ১ বছর। একটি সংসদের মেয়াদ শেষ হলে কলেজ অধ্যক্ষ সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন আহবান করতে পারেন। কিন্তু তেমন কোন কারণ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোর সংসদ নির্বাচন।

দেশের প্রচীন কয়েকটি কলেজের ছাত্র সংসদ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে একযুগেরও বেশি সময় ধরে এসব কলেজে নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের কলেজগুলোতে জোরালো হতে শুরু করে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি।

দেশের প্রচীন ও ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোর মধ্য অন্যতম ঢাকা কলেজে সর্বশেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। দীর্ঘদিন নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি না থাকায় কিছু অছাত্র বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির অপব্যবহার করছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। ঢাকা কলেজের সর্বশেষ নির্বাচিত ছাত্র সংসদের ভিপি হারুনুর রশীদ হারুন বলেন, ছাত্র নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো নিয়মিভাবে হওয়া দরকার।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংসদ ⇨ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

কলেজ ছাত্র সংসদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হলে ঢাকা কলেজেও নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়া হবে। বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এই অধ্যক্ষ।

সরকারি তিতুমীর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার শিক্ষার্থীরা। কলেজের অধ্যক্ষ একেএম জাফর হোসেন বলেন, কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষাপটে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

দক্ষিণ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বরিশাল বিএম কলেজে শেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০২ সালে। সর্বশেষ ছাত্র সংসদের এজিএস শেখ নেয়ামুল করিম বলেন, শিক্ষার্থীদের নায্য অধিকার আদায় করতে অবশ্যই কলেজ ছাত্র সংসদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অধ্যক্ষ প্রফেসর ননী গোপাল দত্ত বলেন, সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনা করব আমরা। তিনি বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরীর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে ক্যাম্পাসে।

দেশের আরেকটি নামকরা কলেজ খুলনা বিএল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রয়েছে ১৫ বছর ধরে। সর্বশেষ ১৯৯৩-১৯৯৪ সেশনে এই কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় এই কলেজে শিক্ষকরাই ছাত্র সংসদ পরিচালনা করছেন। এতে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে।

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে সর্বশেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০০৪ সালে। ১৮ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদ নির্বাচন।

কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ ইত্তেফাককে বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় অবশ্যই ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিতভাবে হওয়া উচিত। কলেজের শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং ক্যাম্পাসের সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঐকমত্য হলেই কলেজ অধ্যক্ষ নিজ ক্ষমতাবলে নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবেন বলেও জানান তিনি।